① তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে পদার্থের তালিকায় সপ্তম পদার্থ কোনটি? এর প্রকারভেদগুলি লেখ?

→ সপ্তম পদার্থটি হলো অভাব। অভাব চারপ্রকার — প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

② প্রত্যক্ষজ্ঞানে হেতু কি? অন্নংভট্টের অনুসরণে এর প্রকারভেদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও?

→ প্রত্যক্ষজ্ঞানে হেতু ইন্দ্রিয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ। এটি ছ-প্রকার— ① সংযোগ, ② সংযুক্ত সমবায়, ③ সংযুক্ত সমবেত সমবায়, ④ সমবায়, ⑤ সমবেত সমবায় ও ⑥ বিশেষ্য বিশেষণ ভাব। যেমন- চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষস্থলে চক্ষুঃ সংযুক্ত ঘট সমবায় সন্নিকর্ষ। মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমান।

③ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা।

→ যে জ্ঞান নিষ্প্রকারক তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান। কোন বিশেষণ ঐ জ্ঞানের বিষয় হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ্যকেও বিশেষ্যরূপে জ্ঞান বলা হয় না। সম্বন্ধকে ও সম্বন্ধ হিসাবে জানা যায় না। নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, এর অনুব্যবসায় হয় না। সুতরাং নির্বিকল্পকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমান নেই। অনুমান প্রমানের সাহায্যে এর অস্তিত্ব প্রমান করা যায়। অনুমানটি এরূপ— এটি গুরু — এই বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণ জ্ঞান থেকে উৎপন্ন। যেহেতু এটি বিশিষ্ট জ্ঞান।

Scanned by CamScanner

নির্বিকল্পক জ্ঞানটিকে প্রত্যক্ষ বলা হলেও অনুমিতি, উপমিতি, শব্দবোধরূপ জ্ঞান কখনও নির্বিকল্পক হয় না, তবে স্মৃতিজ্ঞান কখনও কখনও নির্বিকল্পক হয়। নির্বিকল্পক জ্ঞানের কোনো প্রকাশক শব্দ না থাকায় উদাহরণ দেওয়া যায় না।

~~(5) তর্কসংগ্রহমতে অনাপ্ত শব্দটি ব্যাখ্যা কর।~~

~~→ ① বক্তা কোন বিষয় না জেনে বললে অনাপ্ত ② জেনেও বিপরীত বললে অনাপ্ত, ③ কাকেও প্রতারণা করার জন্য অযথার্থ বলা অনাপ্ত। ④ জিহ্বার জড়তার জন্য ব্যাকরণ অনুসারে~~

(4) সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন কর।

→ সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অনেক। যথা - সমবায় সম্পর্কে অন্নংভট্ট বলেছেন 'নিত্যসম্বন্ধ সমবায়'। সমবায়ের কোন অবান্তর ভেদ নেই। সমবায় নিত্য সম্বন্ধ ও অযুতসিদ্ধ বৃত্তি।

সংযোগ সম্বন্ধ কিন্তু নিত্য নয়। যে দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাদের অস্তিত্ব সংযোগের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ বিনষ্ট হলে বস্তু বিনষ্ট হয়। যুত সিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ

Scanned by CamScanner

সংযোগ, উপরপক্ষে অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধই সমবায়।

⑤ অন্নংভট্ট অনুসারে অযুতসিদ্ধ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

→ অন্নংভট্ট অযুতসিদ্ধের পরিভাষা করেছেন 'যয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একমবিনশ্যদ অপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তৌ অযুতসিদ্ধৌ'। অর্থাৎ যে দুটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি অবিনশ্যদ অবস্থায় অপরটির আশ্রিত হয়ে থাকে সেই পদার্থদ্বয়কে অযুতসিদ্ধ বলে। ব্যাকরণ অনুসারে বিশ্লেষণ করলে অ-যুত-সিদ্ধ। যুত শব্দটির অর্থ অমিশ্রিত। অতএব সরলার্থ- যে দুটি পদার্থের একটি অপরটির সহিত সম্বন্ধ হয়েই থাকে, অসম্বন্ধ হয়ে থাকতে পারে না, সেই দুটি পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। যেমন অবয়ব ও অবয়বী, গুণী ও গুণ, ক্রিয়াবান ও ক্রিয়া, ব্যক্তি ও জাতি, নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ।

⑥ তর্কসংগ্রহ অনুসারে কোনগুলি নিত্যদ্রব্য?

→ ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল) তেজ ও বায়ুর পরমানুসমূহ এবং আকাশ, দিক, কাল, আত্মা ও মনঃ কে নিত্যদ্রব্য বলে অভিহিত করা হয়।

⑦ তর্কসংগ্রহ কার লেখা গ্রন্থ? লেখক কোন সময়ের লোক?

→ আচার্য অন্নংভট্টের লেখা। আচার্য অন্নংভট্ট

Scanned by CamScanner

সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ।

⑧ বৈশেষিকের মতে পদার্থ ও গুণ কয়টি?

→ পদার্থ সাতটি। গুণ চব্বিশটি।

⑨ কর্ম কয়টি ও কি কি?

→ কর্ম পাঁচটি। উৎক্ষেপণ - অপক্ষেপণ - আকুঞ্চন - প্রসারণ - গমনাদি পঞ্চ কর্মানি॥

⑩ অভাব কয় প্রকার ও কি কি?

→ অভাব চার প্রকার - প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

⑪ রসনা কাকে বলে।

→ যার দ্বারা রসের প্রত্যক্ষ হয় তাকে রস
06 Sunday
বলে।

⑫ তৈজস বিষয় কয় প্রকার?

→ ভৌম, দিব্য, ঔদর্য ও আকরজ ভেদে চার প্রকার।

⑬ প্রাগভাবের প্রতিযোগী কি?

→ কার্য।

(14) সংযোগ প্রকৃত পদার্থ কি? ন্যায়মতে তমঃ কি দ্রব্য অথবা গুণ, কর্ম অথবা অভাব?

→ সংযোগ প্রকৃত পদার্থ গুণ।

ন্যায়মতে তমঃ হলো অভাব।

(15) ঘটাভাব ও ভূতলের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ?

→ ঘটাভাব ও ভূতলের মধ্যে সম্বন্ধ বিশেষণ ও বিশেষ্যরূপ।

(16) সপক্ষের সংজ্ঞা লিখ?

→ সপক্ষের সংজ্ঞা হলো - "নিশ্চিত সাধ্যবান সপক্ষঃ" অর্থাৎ যাতে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাকে সপক্ষ বলে।

(17) তর্কসংগ্রহ অনুসারে ধ্বংসাভাবের লক্ষণ লেখ?

→ কোন পদার্থের উৎপত্তির পর সমবায়ি কারণে অভাবকে ধ্বংসাভাব বলে।

(18) বাক্যার্থ জ্ঞানে হেতু কি কি?

→ বাক্যার্থজ্ঞানে হেতু তিনটি। যথা - যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি।

Scanned by CamScanner

১৯) সামান্যের সংজ্ঞা কি?

→ সামান্যের সংজ্ঞা হলো— 'নিত্যমেকমনেকানুগতম্ সামান্যম্'। অর্থাৎ নিত্য এবং অনেক বস্তুতে যা সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাকে সামান্য বলে। তদ্ দ্বিবিধম — পরাপরভেদাৎ।

২০) তর্কসংগ্রহ নামকরণের তাৎপর্য কি?

→ এই গ্রন্থে তর্কশাস্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে গৃহীত হয়েছে সে কারণ গ্রন্থটির নাম তর্কসংগ্রহ যথার্থ।

২১) অন্নংভট্টের মতে সংস্কার কয় প্রকার ও কি কি?

→ সংস্কার ত্রিবিধ — ① বেগ ② ভাবনা ③ স্থিতিস্থাপক।

২২) অন্নংভট্টের অনুসরণে কর্মের সংজ্ঞা লেখ?

→ সংযোগভিন্ন সংযোগের অসমবায়িকারণের নাম কর্ম। অথবা কর্মত্বজাতিমত্ত্বকে কর্ম বলে।

Scanned by CamScanner